গল্প ভালো আমায় বলো

(ন্ধ, ঙ্গ, ন্ধ, ল্গ, ল্প, ম্প, ম্ফ, ষ্প, ম্প, জ্ঞ, ল্গু)

ফাল্গুন মাসের এক মঙ্গলবার; সন্ধ্যা বেলা। এক দঙ্গল ছেলে মেয়ে হুড় মুড় করে ঢুকে পড়ল ঠাকুমার ঘরে। বলল, গল্প বল ।

ঠাকুমা বললেন, — কাল থেকে আমার জ্বর । কম্প দিয়ে জ্বর এসেছে। এখানে লম্ফঝম্প করে জ্বালাতন করিস না । বরং, যা ঠাকুর্দার কাছে । যাবার সময় লম্ফটা জ্বেলে দিয়ে যা ।

ছেলেরা লম্ফ জ্বেলে ছুটল ঠাকুর্দার কাছে । বলল, গল্প শুনব ।

ঠাকুর্দা জিজ্ঞাসা করলেন, — কিসের গল্প ?

ফল্গু বলল, — পক্ষীরাজ ঘোড়ার ।

কল্পনা বলল, — না ব্যাঙ্গমা - ব্যাঙ্গমীর ।

পুষ্প বলল, — না, না, রাক্ষসের গল্প হবে ।

অঞ্জলি বলল, — না ঠাকুর্দা । রূপকথার ওসব বানানো গল্প আর চলবে না। একেবারে সত্যিকারের গল্প বলতে হবে ।

ঠাকুর্দা বললেন, — স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আজ গল্প না বললে তোরা দাঙ্গা হাঙ্গামা না বাঁধিয়ে ছাড়বি না । আচ্ছা তবে স্থির হয়ে বস । তোরা সবাই যা বলেছিস, তাই হবে । সত্যিকারের রূপকথা শোনাবো ।

এই বলে ঠাকুর্দা বলতে শুরু করলেন — এ কিন্তু অনেক দিন আগেকার কথা । ঠিক কত শত বৎসর আগেকার তা মনে নেই । তখন আমার নাম ছিল ডালিমকুমার । আমি ছিলাম বঙ্গদেশের রাজপুত্র । অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ জুড়ে ছিল আমাদের রাজত্ব । একদিন আমার পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরোলাম । বন-জঙ্গল পেরিয়ে উপস্থিত হলাম একটা নতুন দেশে । গিয়ে শুনলাম, সেই দেশের রাজকন্যা কঙ্কাবতীকে রাক্ষসে ধরে নিয়ে গেছে। কোথায়, কেউ জানে না । তারই দুঃখে রাজা আর রাণী, আর তাদের প্রজারা দিন রাত চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছে ।

আমি রাজবাড়ির সিংহদ্বারে গিয়ে ডঙ্কায় ঘা দিলাম । প্রহরীকে বললাম, 'আমি রাজার সঙ্গে দেখা করব ।' সে আমায় রাজার কাছে নিয়ে গেল ।

আমি রাজাকে বললাম, মহারাজ ! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন । আমি কঙ্কাবতীকে উদ্ধার করে আনবই। প্রতিজ্ঞা করছি, ওকে না নিয়ে আমি ফিরব না ।

এই বলে, পক্ষীরাজের পিঠে চেপে বল্‌গায় টান দিলাম । পক্ষীরাজ শোঁ - শোঁ শব্দ তুলে উড়তে লাগল । বন পেরিয়ে গেল । পাহাড় ডিঙিয়ে গেল। জল-স্থল পার হলো । শেষে, সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে, আমরা নামলাম একটা গভীর জঙ্গলে । নিশুতি রাত । কী আর করি । পক্ষীরাজের বল্‌গাটা একটা গাছে বেঁধে তারই তলায় শুয়ে পড়লাম । তলোয়ারটা খুলে রাখলাম পাশে । মনে কোনো আশঙ্কা রইল না ।

তখন গভীর রাত্রি । হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল । দেখি, জ্যোৎস্নার বান ডেকেছে । তার মধ্যে কারা যেন কথা কইছে । এত রাত্রে কারা কথা বলে ? এদিক চাই, ওদিক চাই । জন মনিষ্যির চিহ্ন নাই। কে কথা বলে ? কারা কথা বলে ?

হঠাৎ উপর দিকে তাকিয়ে দেখি, গাছের ডালে বসে দু'টো শঙ্খ চিল । ভাল করে তাকিয়ে দেখি, শঙ্খ চিল নয় । দুটো ব্যাঙ্গমা - ব্যাঙামী । ওরাই পরস্পর কথা বলছে ।

ব্যঙ্গমা বলছে, — রাজপুত্র বৃথাই ঘুরে মরছে । ও তো জানেনা কঙ্কাবতী কোথায় বন্দী হয়ে আছে !

ব্যঙ্গমী বলছে, — ঠিক্ বলেছ । ঐ শঙ্খপর্বত পেরিয়ে যে তেপান্তরের মাঠ, তার একপ্রান্তে যে রাক্ষসপুরী, তা তো রাজপুত্র জানে না । তাছাড়া, রাজপুত্র কি ঐ শঙ্খ পর্বত লঙঘন করে যেতে পারবে ? আমার তো বিশ্বাস হয় না ।

ব্যঙ্গমা বলছে, — ঠিক্ বলেছ ! ঠিক্ ।

এই বলে তারা উড়ে গেল ।

ওদের কথা শুনে, আমি লম্ফ দিয়ে পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে বসলাম । পক্ষীরাজকে বললাম, চলো শঙ্খ পর্বত লঙঘন করে, তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে, রাক্ষসপুরীর দ্বারে ।

চোখের পলক ফেলতে দেরি হলো, তার আগে পক্ষীরাজ গিয়ে হাজির হলো রাক্ষসপুরীর দরজায় ।

খোলা তলোয়ার হাতে রাক্ষসপুরীতে ঢুকে কঙ্কাবতীকে খুঁজতে লাগলাম । কোথায় রাজকন্যা ? কোথায় রাক্ষস ? কেউ কোথায় নেই । শেষে একটা ঘরে ঢুকে দেখি, রাজকন্যা পালঙ্কে শুয়ে আছে। ঘুমে অচেতন । দুধবরণ

শয্যায় শঙ্খবরণ রাজকন্যা ঘুমে অচেতন ।

রাজকন্যাকে জাগাবার কত চেষ্টা করলাম । কিন্তু ঘুম আর ভাঙ্গে না। ওকে কত বললাম, ওঠো রাজকন্যা ওঠো । আমি এসেছি তোমায় উদ্ধার করতে । কিন্তু কিছুতেই ঘুম ভাঙল না । তখন দেখতে পেলাম শয্যায় রাখা আছে দুটো কাঠি — সোনার কাঠি, আর রুপোর কাঠি । ব্যাস, বুঝে গেলাম কি করতে হবে । সোনার কাঠিটা ওর চোখে ছুঁইয়ে দিতেই, তার স্পর্শে, রাজকন্যার জ্ঞান ফিরে এলো । চোখ মেলে চাইল । উঠে বসল ।

কিন্তু আমায় দেখেই রাজকন্যা অস্থির হয়ে পড়ল । বলতে লাগল, — পালাও; পালাও । কেন তুমি এখানে এসেছ ? রাক্ষসটা এক্ষুনি ফিরে এসে তোমায় মেরে ফেলবে । তুমি এক্ষুনি পালাও ।

আমি বললাম, — রাজকন্যা, তুমি বৃথাই ভয় পাচ্ছ । এই দেখছ আমার তলোয়ার ? এর এক ঘায়ে ওর মাথা কেটে, তোমায় উদ্ধার করে নিয়ে যাব। রাজকন্যা বলল, — তলোয়ারের ঘায়ে এ রাক্ষসকে মারা যাবে না । ওর প্রাণ লুকানো আছে একটা ভোমরার মধ্যে । ভোমরাটা আছে কৌটায়, কৌটা আছে ঐ পুকুরের নিচে। এক নিঃশ্বাসে ডুব দিয়ে কৌটার মধ্যেকার ঐ ভোমরাটাকে মারতে পারলে তবেই রাক্ষস মরবে ।

রাক্ষসপুরীর পিছন থেকে রাক্ষসের গর্জন শোনা গেল । তার মানে রাক্ষসটা ফিরছে। আমি একছুটে গিয়ে পুকুরে ঝাঁপ দিলাম । এক শ্বাসে ডুব

দিয়ে, কৌটো খুলে, ভোমরাটাকে মেরে ফেললাম।

রাক্ষস মরল । কঙ্কাবতীকে উদ্ধার করে তার বাবা-মার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। রাজ-রাণী খুশি হয়ে, কঙ্কাবতীর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দিলেন। আর দিলেন অর্ধেক রাজত্ব ।

পক্ষীরাজের পিঠে কঙ্কাবতীকে চাপিয়ে আমাদের রাজ্যে ফিরে এলাম । ব্যাস্, গল্প শেষ ।

অঞ্জলি বলল, — এই বুঝি তোমার সত্যি গল্প ?

ঠাকুর্দা বললেন, — হ্যাঁ রে, এক্কেবারে সত্যি !

ফল্গু জিজ্ঞাসা করল, — যদি সত্যি হয়, তাহলে পক্ষীরাজ ঘোড়াটা কোথায়?

ঠাকুর্দা বললেন, — ঐ তো, উঠোনে বাঁধা রয়েছে । ওটাকে তোরা ছাগল বলে জানিস। কিন্তু ওটাই সেই পক্ষীরাজ । মাঘিগন্ডার বাজারে ওকে ভাল করে খেতে দিতে পারিনা। তাই চেহারাটা ছোট হয়ে গেছে ।

কল্পনা জিজ্ঞাসা করল, — তাহলে ওর ডানা নেই কেন ?

ঠাকুর্দা বললেন, — দুষ্টুমি করে ওটা আকাশে ঘুরে বেড়াত । মাঝে মাঝেই উড়ো জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যেত । তাই ওর ডানা দুটো ছাঁটাই করে, লুকিয়ে রেখেছি।

অঞ্জলি বলল, — তুমি খুব বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলতে পার । গল্পটা যদি সত্যি, তাহলে রাজকন্যা কঙ্কাবতী কই ?

ঠাকুমার ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে ঠাকুর্দা বললেন, — ঐ তো পাশের ঘরে কাথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে । তোদের ঠাকুমাই সেই কঙ্কাবতী । আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয়, তাহলে ঠাকুমাকেই জিজ্ঞেস করে দেখ ।

এই বলে ঠাকুর্দা হুঁকোর মাথায় কল্কে বসিয়ে তামাক খেতে লাগলেন । তাঁর মুখে, হুঁকোর নল আর ঠাট্টার হাসি লেগে রইল ।

নিজে করো

1. শেখো আর লেখো —

শঙ্খ	=	ঙ্ + খ	=	ঙ্খ		লম্ফ	=	ম্ + ফ	=	ম্ফ
বঙ্গ	=	ঙ্ + গ	=	ঙ্গ		স্পষ্ট	=	ষ্ + ট	=	ষ্ট
লঙ্ঘন	=	ঙ্ + ঘ	=	ঙ্ঘ		পুষ্প	=	ষ্ + প	=	ষ্প
বল্গা	=	ল্ + গ	=	ল্গ		স্পর্শ	=	স্ + প	=	স্প
গল্প	=	ল্ + প	=	ল্প		জ্ঞান	=	জ্ + ঞ	=	জ্ঞ
কম্প	=	ম্ + প	=	ম্প		স্থান	=	স + থ	=	স্থ